Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

Veda and World Peace

বেদ এবং বিশ্ব শান্তি

Santanu Sarkar

M. phil Scholar,Department of Sanskrit ,Burdwan University,WestBengal,India

Abstract

Present era is the time of science and technology.There are much more advantages and peoples are able to live a beautiful practical life by the mental consciousness, continuous progress of education and scientific thinking and this development is going up day by day. This is really praisable.But nevertheless epicureanism, cruelty, terrorism,sectarianism, riots,materialism are excessesively seen in our present society.Morality,feeling of sympathy,development of humanity are decreasing in man.Because of Lack of religious liberal outlook,maligned,wickedness,chicanery etc we are being hostile towards each other.Therefor in the same way individual peace is interrupted among people as well as the peace of the whole world is being interrupted.Hence in the current era, the establishment of world peace has made us very desirous.Human society is in search of a social system where the best peace will be established.Where there will be no discrimination between the rich and poor,no cruelty, no envy, no guilty.Where equality prevails among all people, people will spend peacefully, joyful life on one side of their shoulders. We find the ideal social structure of the creation in the original literary Vedas. The sacred pronouncements of unity in the whole of Vedas have been proclaimed in universal friendship, World Welfare and unity in Manyness. Vedas are not only for India, it is for the whole mankind.The ideological unity of Vedic society, as well as the relevance of it in the present era is focused below.

nëpQL : বিশ্বশান্তি , ঐক্যবাণী ,সংজ্ঞান,সুক্ত,বেদ ।

pj¡e‡ h BL‡ax pj¡e¡ q‡cu¡‡Z hxz
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।।
ঋগ্বেদ

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে কয়েকটি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে মিশরীয়, সুমেরীয়, ব্যাববিলনীয়, আসিরীয় ও মায়াসংস্কৃতি বর্তমানে মৃত ; প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় সংস্কৃতিকেও বর্তমানে জীবিত বলা যায় না। একমাত্র i¡lাীয় সংস্কৃতিই আজও সপ্রাণ ও জীবন্ত । ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের উৎস হল বেদ। বেদ ভারতাত্মার মর্মবাণী। বেদ শাশ্বত, সনাতন। কিন্তু জাতির চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতীয় সংস্কৃতির এই জীবন্ত বিগ্রহ অধুনা ভারতবর্ষেই অবহেলিত, অনাদৃত, অথচ বিশ্বের অন্যান্য সভ্যদেশে বেদচর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। বেদ শুধু ভারতের নয়, ইহা নিখিল বিশ্বের, সমগ্র মানব জাতির। পৃথিবীতে এক জাতি -j¡ehS¡‡a, HL pj¡S - j¡eh pj¡S, HL dj - মানব ধর্ম এই মহান ঐক্যের মর্মবাণী ঘোষিত হয়েছে ভারতের বেদে - pj¡e‡ hx BL‡ax pj¡e¡ q‡cu¡‡e hx z

সমানমন্স্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।।'' ঋক্ ১০/১/৯১

পৃথিবীতে এক সূর্য উদিত হচ্ছে, এক বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, এক আকাশ সকলের আশ্রয়,। এক অমৃতের সন্তান সকলে; সকলের সব কিছুতে সম অধিকার; অতএব সকলের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন কর - ''প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য'' (অথর্ব ১৯/৬২/১) যে Ba‡u, Ae¡a‡u, hå-h¡åh, Bfe-পর, এমনকি ইতর প্রাণীদের বঞ্চিত করে নিজেই ভোজন করে সে পাপভোজী -

''মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
pa‡w hh‡j hd Cvp aa‡z

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়াং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ।। (ঋক্ ১০/১১৭/৬)

Dr. Duessen বললেন - ""The Gospels fix quite correctly as in the highest law of morality - "Love your neighbours as yourself ; but why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in may neighbours ?" The answer is not in the Bible. But it is in the Veda - in the great formula 'that thou art` (av aj A¢p) which gives in three words metaphysics and morals together``

মাতৃভূমি মায়ের সমান। সেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, BÙL-e¡ÙL, S¡¢a-dj-hZ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই মায়ের সন্তান। মাতৃভূমির জন্য তাই সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত আছি। তাই ঋষি কণ্ঠের উদাত্ত ঘোষণা -

'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ
..............huw aiÉw h¢mq¡ax pÉ¡jz (Abh 12/1)

বেদ এইরূপ অসংখ্য মণিমুক্তার অফুরন্ত রত্ন ভান্ডার। বেদকে না জানলে ভারতবর্ষই অজানা থেকে যায়।

সমগ্র বিশ্বকে সভ্য ও সুন্দর করাই বেদের উদ্দেশ্য। বেদে নিহিত আদেশ, উপদেশ এবং নির্দিষ্ট জীবনমার্গ অনুসরণ করে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বস্তুত বৈদিক সমাজব্যবস্থা এমন একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা দ্বারা আমরা সুখী সম্পন্ন এবং কল্যানকারী মার্গে ধাবিত হতে পারি। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমত প্রয়োজন হল মানুষের মধ্যে দ্বেষভাবের অবসান ঘটানো। সাম্প্রদায়িকতা, দ্বেষভাব, সংকীর্ণ মানসিকতাই মানুষের মধ্যে অশান্তির জন্ম দেয়। বেদের বিশেষত্ব এখানেই যে, বেদেই সর্বপ্রথম প্রাণীমাত্র কল্যানের ভাবনা নিহিত হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে 'মনুর্ভব'[1] - AbÉ¡v a¡j phfbj HLSe Bcn মানু হও। জীবনে আদর্শ মানবিকতার সঙ্গে পরিচিচ হও। যত শ্রেষ্ঠ গুণ, সদ্ভাব, আছে সেগুলি জীবনে ধারণ করো। প্রত্যেক hÉ¢š²C k¢c Hইভাবে স্ব স্ব আত্মিক উন্নতি ঘটাতে প্রয়াসী হয় তবে এক একটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হতে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। শুক্লযজুর্বেদে বলা হয়েছে, 'মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে'[2] আমরা একে অপরকে বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন। যে কোনো প্রানীই নিজেদের বন্ধু । "ph¡ Bn¡ jj ¢jœw ih¿'[3] । সকলের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার হোক, আমাদের কারোর প্রতি দ্বেষ, কপটতা, ছল, হিংসা করা উচিত নয়। 'মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন'[4] একে অপরের সহায়তা তথা পরস্পর পরস্পরের প্রতি রক্ষার ভাবনা স্থাপিত হোক। 'পুম¡e fj¡wpw f¢l f¡a ¢hnax [5]। বৈদিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সৌহার্দতা, সমানতা, সামঞ্জস্যপূর্ণ বাতাবরণ ছিল। মানুষের মধ্যে ধনী দরিদ্র, নিম্নজাতি, উচ্চজাতি বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে সম্মান পোষণ করত, ফলে সমাজে সবর্দা সাম্যভাব বিরাজ করত। সেযুগে সকল মানুষের শারীরিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নতির অধিকার ছিল। এ বিষয়ে ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে -

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্‌ভিদোহমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।[6]
অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাক্ষস এতে সংভ্রা, তরৌ বাবৃধু সৌভগায়।[7]

সমগ্র বেদে মানব মাত্রেই সহৃদয়তা সমনস্কতা এবং পরস্পর দ্বেষ না করার উপদেশের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি প্রেমভাবনার বানী প্রকাশিত হয়েছে। বেদে আর্য শূদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ বর্ণিত হয়নি -

সহৃদয়ং সাংমনস্যম বিদ্বেষং কৃণোমিবঃ।

অন্যো অন্যমভিহয়ত বতসং জাতমিবাঘ্ন্যা ।।[8]

আর্য শুদ্র নির্বিশেষে সকলকেই - প্রিয়দৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হয়েছে - প্রিয়ং সর্বন্য প্রশতি উৎশদ্রে উতাযর্যে।[9] যেখানে আর্য শব্দকে কোনো জাতি বিশেষম বর্ণবিশেষ দেশ বিশেষ বা স্থানবিশেষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। বেদে মানব মাত্রই কেবল দুটি ভেদ করা হয়েছে। আর্য এবং দস্যু। বিজানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো।[10] আর্যগণ শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী এবং দস্যু তারাই যারা অন্যের কার্যে বাধা সৃষ্টি করে। দস্যু হল সেই সকল ব্যক্তি যারা কর্মহীন, অলস এবং মানসিক গুনয়রিত। 'অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরস্যব্রতো অমানুষঃ ।[11] এইভাবে বৈদিক বিচার ধারায় জাতিবর্ণ, উচ্চনীচ, দেশাদির সংকীর্ণ ভেদ সমাপ্ত হয়। বেদে বলা হয়েছে - 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ[12] উদ্যানং তে পুরুষ নাবয়ানম্ ',[13]

হে, মনুষ্য, তুমি জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করার জন্য সদা চিন্তন, মনন করতে থাকো। কখনো অবনতি প্রাপ্ত করোনা। বেদের অধিকাংশ প্রার্থনা স্তুতিতে বহুববচনের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, বেদে সমষ্টিগত বিচার ধারার ও সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের বানী প্রকাশিত করা হয়েছে - ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, যদ্ 'ভদ্রং তন্ন আসুব ইত্যাদি।বেদের এই সমষ্টিভাবনা তথা ঐক্য ভাবনা বর্তমান যুগের ক্ষেত্রেও অবশ্যই অনুসরণীয় ও প্রাসঙ্গিক। সমস্ত মানবজাতিতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্যানভাব থাকা প্রয়োজন। ¢höÜ LahÉ h¢ÜI à¡l¡ Lj LI¡C h¡Ù¢hL LmÉ¡e i¡he¡I pQL - ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা, 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'বৈদিক সামজ ব্যবস্থা থেকে আমরা আশাবাদ, পুরুষার্থলাভ এবং কর্ম করার সতত প্রেরণর দিগ্‌দর্শন পাই। নিরাশাবাদ, অকর্মণ্যতা, ভাগ্যহীন হয়ে চুপচাপ বসে থাকা, সৎ কর্মে ব্রতী না হওয়া, এই সকল নিকৃষ্ট ভাবনার যেখানে কোন স্থান নেই। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য আশাবাদের ওজপূর্ণ চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ - 'তচ্চক্ষুর্বেবহিতং পুরস্তাত্,' যজুর্বেদ ৩৬/২৪

বৈদিক সাহিত্য সাগরে প্রবেশ করলে আমরা আশাবাদী তেজস্বী জীবনের উল্লাস দেখতে পাই দ্বেষভাবরহিত ভাবনা, সম্যক প্রীতি, প্রসন্নতা, তেজস্বিতা, সৎকর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম দয়া, উদারতা, করা, যম, নিয়ম পালনাদি গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মঙ্গলদায়ক রীতির দ্বারা একে অপরের প্রতি মধুর বব্যহার তথা মধুর বানীর প্রয়োগই সমাজে সুখশান্তি, বিশ্ববন্ধুত্বের ভাবনা সূচিত করে -

"j¡ï¡a¡ ï¡alw ¢àrZ. . . . . h¡Qw hca i âu¡' ।। অথর্ববেদ ৩/৩০/৩

সমগ্র মানব সমাজে কেউ কাউকে দুঃখ দেবে না, কেউ ক্ষুধার্ত থাকবেনা, সকলে সমান সম্মান প্রাপ্ত করবে। বলা হয়েছে 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' [13] সমস্ত পদার্থকে ত্যাগ পূর্বক ভোগকর। যে ব্যক্তি সমস্ত পদার্থকে শুধু একাই ভোগ করার কথা ভাবে সেই ব্যক্তি শুধু পাপকেই ভোগ করেz - 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' [14] দৈবী শক্তি সমস্ত পদার্থকে, প্রত্যেক, প্রাণীমাত্রের জন্য প্রদান করেছেন। সেই শক্তিই চরাচরে ব্যাপ্ত আছে - "Dn¡h¡pÉ¢jcw ph¡j'.[15]

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজকে একটি সুন্দর সুসংহত শরীরের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। শরীরের যেমন প্রত্যেকটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি, সমাজের অধিষ্ঠিত প্রত্যেকটি জিনিসই সমান গুরুত্বপূর্ন। ঠিক একইভাবে সমাজেস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কোনো জাতিই অবহেলিত বা বঞ্চিত হয়। প্রত্যেক জাতিই সমাজের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে কোনো জাতিই উচ্চ নীচ

শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়। সকল জাতিই উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ। সকল জাতিই সমান সম্মানের অধিকারী। সকল জাতি সমাজের উৎকৃষ্ট অঙ্গস্বরূপ -

ব্রাহ্মনোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।[16]

উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।

এইভাবে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যে বর্ণব্যবস্থা ফুটে ওঠে তা আসলে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে গঠিত। কোনো জাতি ধর্ম বিশেষে নয়। সকলের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক। সবার সমান মহত্ব আছে। উচ্চনীচের ভেদাভেদ যেখানে নেই। কেউই গর্হিত নয়, কেউই অস্পৃশ্য নয়। তাই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে চার বর্ণের দীপ্য প্রকাশমান হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে -

রূচং নো ধে হি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাঞ্জ্যসু ন স্কৃ ধি।

রুচং বিশ্বেষু শূদ্রেষু ময়ি ধহি রূচা রূচম্ ।।[17]

সমাজে সকল ধরণের কার্যকারী মানুষের সমান মহত্ব আছে। এই জন্য বেদে একটি মন্ত্রে রথ নির্মাতা, কুম্ভকার, কর্মকার, নিষাদ, শিকারী আদি সকল বৃত্তিধারী ব্যক্তির প্রতি নমস্কার করা হয়েছে 'নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালে কর্মাকাভ্যশ্চ বো ejx z[18]

বর্তমান সমাজে যে জাতিভেদ বৈষম্যের মনোভাব চারিদিকে সৃষ্টি হচ্ছে, তার অবসান ঘটানোর জন্য বৈদিক আদর্শ মনোভাবই আমাদের কাছে একান্তভাবে কাম্য এবং অনুসরনীয়। সকল জাতির প্রতি সাম্যের মনোভাবই জাতিগত বৈষম্য দূর করতে পারে। বস্তুতঃ সমাজে সবকিছুর সমান সমৃদ্ধি থেকেই একটি সমাজ আদর্শ সমাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। যার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি উদার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী। সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যভাবের উদয় হলেই সমাজে কখনো দাঙ্গা হাঙ্গামা, হ¡e¡q¡œe, Do¡, অসূয়ার উদ্ভব হবে না। তাই আমাদের মধ্যে ঐক্যভাব, একতাবোধ জাগরিত হওয়া প্রয়োজন।

বৈদিক সমাজে নারী, পুরুষ সকলের সমান অধিকার ছিল। সমাজে নারী, পুরুষ সমান গুরুত্ব পেত। তৎকালীন সমাজে নারীরা কোনো কিছুতে বঞ্চিত হত না। তাদের রক্ষণশীলতার বেড়া জালে আবদ্ধ রাখা হত না। নারীরা শিক্ষাদীক্ষাতে যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। বিশ্বধারা, রোমশা, লোপামুদ্রা প্রমূখ মন্ত্রদ্রষ্টা ও জ্ঞানী নারীর উল্লেখ আমরা বেদে পাই। নারীরা শুধু শিক্ষা দীক্ষাতেই নয়, তারা সমাজে বিভিন্ন জীবিকা -উপজীবিকাও গ্রহণ করত, নারীরা সামরিক বিভাগে অংশগ্রহণ করত। এরথেকেই বোঝা যায় বৈদিক যুগে e¡l£l¡ LMনোই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিল না। নারী পুরুষ সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। যদিও পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে সমাজে নারীদের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত, অবহেলিত হতে শুরু করে। বর্তমান যুগে নারীরা সমাজে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের আজও বঞ্চিত হতে দেখা যায়, তাদের রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। যা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা সম্যক্ আচার আচরণেরও উপদেশ পাই। সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কেমন আচার-BQlZ প্রযোজ্য, পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে কেমন আচরণ প্রযোজ্য, গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সবকিছুরই আদর্শ মার্গ বেদে প্রদর্শিত হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে - 'চক্রবাকেব দম্পতী'[19] পতি পত্নির মধ্যে পরস্পর দৃঢ় প্রীতি ও অনুরাগ, থাকা প্রয়োজন। বেদে দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গেও সুন্দর উক্তি করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে - "jj fœ¡x nœqZ x'[20] পুত্র পুত্রী বীর, তেজস্বী,

যশস্বী হোক। গৃহস্থ জীবন কল্যানকারী হোক। সম্পূর্ণ জীবন রোগমুক্ত হয়ে পুত্র পৌত্রের সঙ্গে আনন্দে জীবনযাপন করার কথা বলা হয়েছে -'ইহৈব স্তং মা বিয়ৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্ ।'[21]

সমাজে সকল ব্যক্তি পরিশ্রমী হোক, অলসতা, প্রমত্ততা, বর্জিত হোক, কর্মশীলতা ও জ্ঞানশীলতার সমন্বয়ে জীবন অতিবাfqa Ll¡ প্রয়োজন - 'কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে জয়োমে সব্য আহিতঃ।[2]কুর্বন্নেবেহ কর্মানি।[23]

অথর্ববেদের - ৩০ নং সূক্তের পঞ্চম মন্দ্রে আদর্শ বৈদিক সমাজ ব্যবস্থার মূলভূত সিদ্ধান্তের বিশদ রূপ উপলব্ধ হল -

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বিয়ৌষ্ট, সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্ত ঃ

অন্যে অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্ বঃ সং মনসস্কৃণোমি ।।

মন্ত্রটির এক একটি শব্দ খুবই গম্ভীর এবং রহস্যাত্মক কথায়, দিগদর্শন করায় আমাদের। 'জ্যায়স্তস্তঃ' অর্থ্যাৎ সমাজের প্রত্যেক মানুষের মনে একে অপরের প্রতি আদর ও সম্মানযুক্ত ভাবনা থাকা প্রয়োজন। 'জ্যায়স্বন্তঃ' - সমাজে কেউ নিজেকে হেয় বা নিকৃষ্ট মনে করবে না। সমাজে সকল মানুষেl pj¡e fN¢a, ¢nr¡, ü¡ÙÛ, S¢£hL¡, Ef¡Se, ¢eh¡p, Bq¡l¡¢c ph¢LRl pj¡e A¢dL¡l আছে। 'চিত্তিনঃ' - সমাজে জ্ঞানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকবে। সকল মানুষ জ্ঞানবান হবে, কর্মশীল হবে। 'তমসোমাজ্যোতির্গময়' এই ভাবনায় সকলে অগ্রসর হবে। 'মা বিয়ৌষ্ট'- সমাজে লোকজন প্রীতি পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে দেখবে। উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকবে না, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সবকিছুর কর্তব্যপূর্ণ অধিকারের সংরক্ষণ হবে। 'সংরাধয়ন্তঃ' একে অপরের উন্নতির দ্বারা সকলের সার্বিক কল্যান সম্ভব। সকল মানুষের এক ব্রত, এক সংকল্প হলে সমগ্র মানবজাতির কল্যান সূচিত quz

"pdl¡' - f¢lh¡l pj¡S h¡ lাষ্ট্র যাই হোক না কেন তার উন্নতির জন্য সকলের সহযোগ, কতর্ব্য ভাবনা, নিষ্ঠার অত্যন্ত আবশ্যকতা থাকে। 'চরন্তঃ' - গতিশীলতাই জীবনের আধার। তাই মানবজীবন গতিশীল হওয়য়া আবশ্যক। সকল মানুষের প্রগতি থেকেই একটি সভ্য আদর্শ সমাজের সার্বিক উন্নতির মানচিত্র উপলব্ধি হয়।

'অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্তঃ' = pমাজে সকলের প্রতি মধুরপূর্ণ বাবহার থাকা প্রয়োজন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা, অখন্ডতার মধ্যে দিয়েই সবার কল্যান সম্ভব হয়।

"Ha' - সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একতাবোধ থাকা প্রয়োজন। আজ আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত সংঘর্ষ, অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, কর্তব্যের উপেক্ষা, বিদ্বেষ, ছল, কপটতা, লুঠ, বেইমানী প্রভৃতি দেখা যায়। একতাবোধের দ্বারাই যার সমূলে বিলুপ্তি সম্ভব। 'সধ্রীচীনান্ বঃ সংমসস্কৃণোমি' - সবার লক্ষ্য এক হোক, পরস্পর মিলে মিশে কর্তব্য কর্ম কর, সবার ভাবনা সমান হোক। এভাবেই বেদের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতির মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিশ্বে সুখ তথা মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির রত্নময় ভান্ডার। অনেকে অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, বৈদিক ঋষিগণ শুধু তাঁদের কাল্পনিক দেবতাদের কাছে ভিখারীর ন্যায় রূপ, ঐশ্বর্য, গোধন ইত্যাদি প্রার্থনা করেছেন, আর পরিবর্তে রাশি রাশি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী অগ্নিতে দেবতাদের নামে ভস্মীভূত করেছেন। এই অপবাদ সর্বৈব ভ্রান্ত, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় অযথার্থ। ঋগ্বেদ বিশ্বের আদিমতম গ্রন্থ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' শোন শোন বিশ্ববাণী তোমরা অমৃতের পুত্র। ঋগ্বেদ জ্ঞান-¢h'¡e, L¡hÉ-L¢ha¡, cne-p¡¢qaÉ ইত্যাদি মানব জাতির অনন্ত জিজ্ঞাসার খনি স্বরুপ'। নিম্নে বেদের কিছু শাশ্বতবানী সংক্ষেপে আমরা অনুধাবন করতে পারি।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্মায় চ স্বায় চারণায় চ ।।'' (যজুর্বেc 26/2)

আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আর্য ও সেবক সব মানুষের হিতের জন্য কল্যাণকর বাণী বলছি।

''দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্ ।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুসা সমীক্ষামহে ।।(শুক্ল যজুঃ)

হে পরমেশ্বর, আমাকে এমন দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমি যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি। আমরা যেন পরস্পরকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি।

এই সবভূতে প্রীতি-মৈত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বজাগতিক অমৃতময় শান্তির বাণী যা ছিল বৈদিক আর্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনে ঋদ্ধি, জীবে প্রীতি ও জগতে শান্তির প্রার্থনা -

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ
heØfaux n¡ন্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং
শান্তিঃ শান্তিরের শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ।। (শুক্লযর্জুঃ)

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণীগুলো কর্মে সর্বভূতহিতসাধনে রত থাকা, প্রেমে সর্বভূতে প্রীতিমান হওয়া এবং জ্ঞানে সর্বভূতে সমদর্শী qJu¡z

সমদর্শী ঋষির ঘোষনা, দেবতাদের মধ্যেই শুধু প্রিয় বিধান কর না, শুধু রাজাদের জন্যই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে, শূদ্র কি আর্য সকলের জন্যই প্রীতি প্রদর্শন কর -

''প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু ।
tfuw phpÉ fnÉa Fa nâ Ea¡Ékzz (Abh pwtqa¡)

জগতে সর্বত্র সাম্যদর্শনের উদারতা ঋষিবাক্যে ধ্বনিত হয়েছে, যেমন - যে সমস্ত প্রাণীকে নিজের আত্মার মধ্যে এবং সমস্ত প্রাণীতে নিজেকে দেখে সে কখনো কিছুতে ভেদজ্ঞান করে না -

''যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্নেববানু পশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বি চিকিৎসতি ।।'' (যজুঃ)

আবার অখিল ভারতীয় ভাবনার দেশাত্মবোধ, মাতৃভূমির গুণ-গাথা ধ্বনিত হয়েছে ভূমিসূক্ত ও পৃথিবী সূক্তে। পৃথিবী মা, ভূমি মাতা, আমরা সবাই ভূমি মায়ের সন্তান, আমরা সব সমান।

''ভূমে মাতর্নি ধেহিমা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ।।'' (অথর্ব)

''মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ ।
huw aiÉw htmqtax pÉ¡j z (Abh pwtqa¡)

হে পৃথিবী তুমি আমার মা, আমি তোমার পুত্র, আমি তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত আছি।

""a < ¡a¡p àtu Ql¿ jaÉ¡p

aw ¢hi¢o ¢àfcp aw Qa¹fcx z''

তোমার গর্ভে জনম সবার, তোমাতেই বিচরণ

ka দ্বিপদকে চতুষ্পদকে তুমিই কর ভরণ। (বেদের কবিতা - গৌরী ধর্মপাল)

G¢o L¢hl pjÙ i¡he¡l Bl HL¢V cø¡¿¹ x-

''নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ

ejx fhS¡u Q flS¡u Q z

নমো মধ্যমায় চাপ্রগলীভভায় চ

নমো জঘন্যায়য় চ বুধনায় চ ।।'' (যজুঃ)

জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্বজ, অপরজ, মধ্যম অথবা অপ্রগল্ভ বা সরল বা বোকা, জঘন্য বা বুধন সকলকেই নমস্কার।

আরো আছে প্রবাদকল্প বাক্যের অজস্র প্রয়োগ, যেমন -

""Gapé f¿¡w e al¢¿ cLax'' - 9/73/6

দুষ্টু লোকেরা সত্যের পথে চলে না।

''ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ'' - 1/41/9

খারাপ কথা কইতে মানা।

''ন হি স্বম্ আয়ুশ্ চিকিতে জনেষু'' - 7/23/32

নিজের আয়ু কেউ জানে না।

''জায়েদ অস্তম্ - 3/53/4

গৃহিনী গৃহ মুচ্যতে -

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

''সারারণঃ সূর্য্যে মানুষাণাম্'' - 10/71/4

pk সকলের ।

HCl¡f pc¤š²l ApwMÉ j¢Z-মাণিক্য ছড়িয়ে আছে ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদগুলির আনাচে-কানেচে ও সর্বত্র।

বেদের সংজ্ঞান সুক্তচিত্ত আমাদের কাছে বিশেভাবে অনুধাবনীয়। যেখানে সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বৃহত্তর সার্বিক ঐক্যবানী ঘোষিত হয়েছে।

বেদ সংকলয়িতা বিশাল-বৃদ্ধি ব্যাসদেব ঋষি সংবনন আঙ্গিরসের সংজ্ঞান সুক্তটিকে ঋগ্বেদের সব শেষে সন্নিবেশ করেছেন। সংজ্ঞান শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান। সকলকেই এক করে জানাই সংজ্ঞান। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে এবং নিজের আত্মার মধ্যে বিশ্বকে এক করে অনুভব করা , এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের মধ্যে এককে আবিষ্কার করা, কর্মের মধ্যে এককে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রেমের দ্বারা এককে উপলব্ধি করা ও জীবন-চর্চায় তাকে প্রচার করাই সংজ্ঞান। ইদানীংকালে জাগতের চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্রনায়কদের একটি প্রধান চিন্তার বিষয় হল মানব জাতীর ঐক্যসাধন করা; এক জাতি, এক সমাজ, এক ধর্মবিষয়ে ঐক্যমতে উপস্থিত হওয়া। জগতে এক জাতি, এক সমাজ, এক ধj - মানবজজাতি, মানবসমাজ, মানবধর্মে সকলকে অনুপ্রাণিত করা, 'একজাতি, একপ্রাণ, একতার আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করাই আদর্শ সমাজের লক্ষ্য। আধুনিক মানবতাবাদ (Posivitism

of Humanitarianism), n¡¢¿h¡c (Pacifism) প্রভৃতির মূলে আছে এই চিন্তাধারারই অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা, ¢hnl¡ø সম্মেলন এই আদর্শেরই প্রকাশ। জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই ঐক্যমন্ত্রের প্রথম প্রকাশ সুদূর অতীতে, ঋগ্বেদের যুগে Go-কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল -

pj¡e£ h BL¤ax pj¡ej q¡cu¡¢Z hxz

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।। ঋক্ ১০/১৯১/৪

তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, তোমাদের হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করতে পার। ইহাই ভারতাত্মার মর্মবাণী । সংজ্ঞান মন্ত্রে আরো বলা হয়েছে -

''সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা বাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ।।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতি ঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।'' ঋক্ - 10/191/2-3

তোমরা সকলে মিলিতভাবে গমন কর, মিলিত হয়ে কথা বল, তোমাদের মন মিলিতভাবে সব কিছুকে জানতে সমর্থ হোক। দেবতাগণ পূর্বে মিলিত হয়ে হবির্ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, তোমরাও সম্মিলিত হয়ে সকল সম্পদ সম্ভোগ কর। তোমাদের মন্ত্র সমান হোক, মন সমান হোক্ , সকলের চিত্ত একত্রিত হোক্ , তোমরা দেবতাদের উদ্দেশে সমান মন্ত্র উচ্চারণ কর, সমান হবি দিয়ে আহুতি প্রদান কর। বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্রই ঐক্য মন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এই সংজ্ঞানের বাণী বহন করছে অথর্ববেদের HL¢V A¢a f¢l¢Qa pš² p¡wjepÉ, k¡l Ab HL je qJu¡z

বৈদিক সাম্যবাদ এই মনঃসাম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। গৃহে শান্তি থাকলে সেই শান্তিই সমাজে, রাষ্ট্রে শৃংখলা আনতে পারে। HC শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় প্রেমে, ভালোবাসায়, পরস্পরের প্রতি আনুগত্যে, পারস্পরিক স্নেহবন্ধনের সানন্দ স্বীকৃতিতে, বিদ্বেষহীন সুস্মিত মধুর ভাষণে। এই মনঃসাম্য শুধু কথার কথা নয়, স্বাভাবিক জীবনচর্চায়, দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, চিন্তা-i¡he¡u, phc¡, phœC HC ভাবনার দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত হতে হ¢hz

অথর্ববেদের সাংমনস্য সুক্ত থেকে গৌরী ধর্মপালের কবিতার অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হল -

''সহৃদয়ং সাংমনস্যম্ অবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ ।

অন্যো অন্যম্ অভি হর্যত হৎসং জাতম্ ইবাঘ্নআ ।।'' ৩/৩০/১

বিদ্বেষহীন করি তোমাদের,

HL je HL q¡cu f¡Z z

এক অন্যকে চাও, ভালোবাসো,

গাভীর যেমন বাছুরে টান।

''অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো

j¡œ¡ iha pwje¡x z

জায়া পত্যে মধুমতীং

h¡Qw hca n¡¢¿h¡j zz'' 3/30/2

পুত্র পিতার ব্রতে ব্রতী হোক

মায়ের সঙ্গে সমান -je z

পতির সঙ্গে বলুক পত্নী

n¡¿ ¢p‡ jdhQe zz

""j¡ ï¡a¡ ï¡alw ¢àþe

j¡ üp¡lj Ea üp¡z

pjÉ' pha¡ ia¡

h¡Qw hca iâu¡ zz''3/30/3

ভাইকে করে না দ্বেষ যেন ভাই,

বোনও যেন দ্বেষ করে না বোনকে ।

এক হও সবে, ব্রতী এক ব্রতে,

কথা বলাবলি কর আনন্দে ।

''সমানী প্রপা সহ মোহন্ন i¡Nx

সমানে যোক্তে সহ বো যূনজ্মি ।

সম্যঞ্চোহগ্নিং সপর্যত -

Al¡ e¡¢i j Ch¡¢i ax zz 3/30/4

ph¡C pj¡e ao·¡l Sm f¡L z

সবার জন্যে সমান অন্ন থাক ।

বাঁধি তোমাদের এক করে এক বাঁধনে ;

সবে হয়ে এক চক্রের মতো অগ্নিকে ঘের সাধনে ।।

সারাংশে আমরা এটাই বলতে পারি যে, বৈদিক আদর্শ তথা বেদ থেকে আমরা সর্বাঙ্গীন কল্যানকারী প্রেরণাদায়ক তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। যা আমাদের সকল মানবজাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করে। বেদে সর্বত্র সদ্গুণ, সৎকর্ম এবং সমন্বয়ের বানী প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত বেগদ থেকে আমরা উন্মুক্ত আদর্শ একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন, আচার-আচরণের কথা জানতে পারি। আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বাহ্যিক উন্নতি শীর্ষস্থানে পৌঁছালেও মানুষের মধ্যে আজও নিরপত্তাহীনতা, ক্রুরতা, হিংস্রতা, বিদ্বেষ প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই আমাদের ভারতবর্ষেও সেই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। জাতিগত বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষেও আজ সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত। এমতঅবস্থায় বৈদিক একভাবনাই আমাদের মধ্যে সাম্যভাব ও সামাজিক ভারসাম্য এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে ফলপ্রসূ হবে। এজন্য বৈদিক Bcn Bমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে একান্তই কাম্য এবং অনুসরণীয়। বৈদিক ঐক্য-চেতনাই আমাদের মধ্যে সংবুদ্ধির জাগরণ এবং বিদ্বেষভাবের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। পরিশেষে আমরা বৈদিক আদর্শের হাত ধরে বৈশ্বিক শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার্থে তাই সকলে মিলে উচ্চারিত করব প্রাচীন ঋষি মুখে উদ্ধৃত সেই সর্বাঙ্গীণ ঐক্যবাণী -

''সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা বাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ।।

abÉpœ x-

1 - ঋগ্বেদ্ - 1/53/6

2 - যজুর্বেদ - 36/18

3 - Abh - 19/24/6

4 - Abh - 12/1/24

5 - ঋগ্বেদ্ - 6/75/24

6 - ঋগ্বেদ্ - 5/56/6

7 - ঋগ্বেদ্ - 5/60/4

8 - Abh - 3/30/1

9 - Abh - 19/62/1

10 - ঋগ্বেদ্ - 1/58/8

11 - ঋগ্বেদ্ - 10/22/8

12 - kS - 11/5

13 - kS - 40/2

14 - kS - 40/2

15 - ঋগ্বেদ্ - 10/117/6

16 - ঋগ্বেদ্ - 10/90/12

17 - kS - 18/48

18 - kS - 16/27

19 - Abh - 14/2/64

20 - ঋগ্বেদ্ - 10/159/3

21 - ঋগ্বেদ্ - 10/85/42

22 - Abh - 7/42/8

23 - kS - 4/2

pq¡uL N¿¡hm£ x-

১ . দত্ত, রমেশচন্দ্র, ঋগ্বেদসংহিতা, হরফপ্রকাশণী ।

২ . অনির্বাণ, বৈদিক সাহিত্য, ১ম খণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা - 70006, fbj fL¡n -BNø -2006

৩ . বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, বৈদিক পাঠ সংকলন, সদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১১

৪ . বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, বৈদিক সাহিত্যে রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো

৫ . গোপ, যুধিষ্ঠির, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো

৬ । ডঃ বসু, যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩ (৩য় সং)

7 . দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সদেশ, ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৪২১)

8 . Griffith, T.H. Ralph,. Rigveda

9 . Mcdonell, A.A.*"A History of Sanskrit Litature "* New York D. Appleton and company 1900

10 . Muller, Max *"A historya of Ancient Sanskrit Litature* ""Willams and Nogate, 14. Henrietta Street, London 1859.